ঢাকা, শনিবার ১১ আষাঢ় ১৪১৮, ২৫ জুন ২০১১ নয়া দিগন্ত

# চাষাবাদ

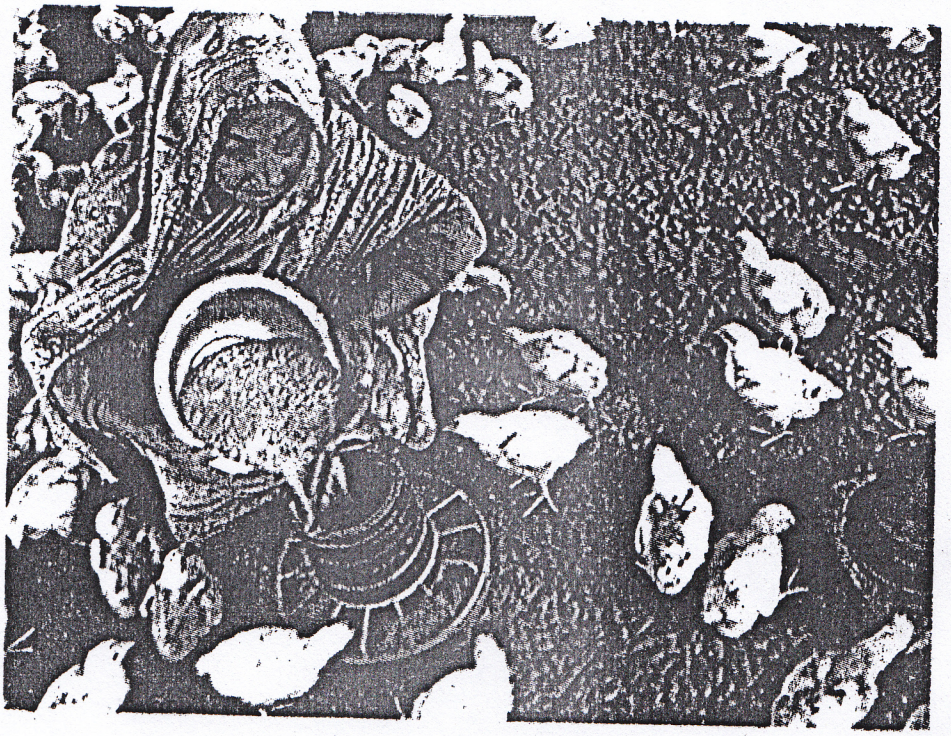

# অনিশ্চিত গন্তব্যে বাংলাদেশের পোলট্রি শিল্প

● মোমিন উদ দৌলা

আজ থেকে প্রায় ২০ বছর আগে এ দেশে পোলট্রি শিল্পের যাত্রা শুরু। বাংলাদেশের পোলট্রি শিল্প এখন যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনে রয়েছে লাখ লাখ প্রান্তিক খামারি ও বেশ ক'জন বড় উদ্যোক্তার অক্লান্ত পরিশ্রম। কম সময়ের মধ্যে এ দেশে পোলট্রি শিল্পের ব্যাপক প্রসার দেশ-বিদেশে তুমুল সাড়া জাগিয়েছে। বর্তমানে এ শিল্পে ৫০ লাখেরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, যা দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মসংস্থানকারী খাত হিসেবে বিবেচিত। এ শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। সবচেয়ে বড় কথা, এ শিল্পের মাধ্যমেই এ দেশের সর্বস্তরের মানুষের আমিষের চাহিদার বেশির ভাগ পূরণ করা হচ্ছে।

সব ক্ষেত্রে অবদান রেখে যাওয়া পোলট্রি শিল্পের অবস্থা এখন মোটেই ভালো নয়। তিন থেকে চার বছর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অবহেলা, সঠিক নজরদারি ও দিকনির্দেশনার অভাবে বিশাল এ শিল্প আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে গত এক বছরে পোলট্রি খামারের সংখ্যা প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। ফলে প্রায় ২৫ লাখেরও বেশি লোক কর্মসংস্থান হারিয়েছেন। উৎপাদন খরচের চেয়ে বাজার মূল্য কম হওয়ায় প্রতি দিনই খামারিদের কোটি কোটি টাকা লোকসান গুনতে হচ্ছে। তার ওপর 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' হিসেবে দেখা দিয়েছে বার্ড ফ্লু। গত এক বছর বার্ড ফ্লু সংক্রমণ পোলট্রি শিল্পের ওপর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এ ব্যাপারে সরকারের প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে খামারিরা নতুন করে খামার গড়তে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন।

সম্প্রতি জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী আগামী অর্থবছরের বাজেট পেশ করেছেন। এ বাজেটে পোলট্রি শিল্পের কাঁচামালের ওপর আমদানি পর্যায়ে ৫ শতাংশ উৎস কর এবং পোলট্রি ফিড প্রস্তুতকারী ও পোলট্রি খামারিদের ওপর ৫ শতাংশ আয়কর আরোপ করায় তা পোলট্রি খাদ্যের মূল্যকে অসহনীয় পর্যায়ে উপনীত করবে। এত ধকলের পরও সম্প্রতি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অযৌক্তিকভাবে প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে ডিম আমদানি উৎসাহিত করতে অনুমতি দেয়ায় এ শিল্পকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

আমাদের সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে, বিশাল এ শিল্প এক দিনে গড়ে ওঠেনি। এর পেছনে রয়েছে এ দেশের লাখ লাখ নর-নারীর অক্লান্ত শ্রম, তাদের কষ্টার্জিত হাজার হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ। বিনিময়ে তাদের একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকার অভিপ্রায়। কিন্তু আমাদের ভাবতে কষ্ট হচ্ছে, কেন এই শিল্পের প্রতি সরকারের এত অবহেলা? এ শিল্পের সাথে জড়িত সর্বস্তরের মানুষের আজ একটিই জিজ্ঞাসা, কেন এ শিল্পের প্রতি এত বিমাতাসুলভ আচরণ? সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো, যখন বাংলাদেশের পোলট্রি শিল্পের এমন দুরবস্থা, তখন প্রতিবেশী দেশ ভারত এবং চীন ও থাইল্যান্ডের বড় বড় বিনিয়োগকারী অতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এ দেশে বিনিয়োগের জন্য এগিয়ে আসছেন। এতে এ শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নতুন করে ধূম্রজাল সৃষ্টি হচ্ছে। বিদেশী বিনিয়োগকে আমরা সব সময়ই স্বাগত জানাই। কিন্তু কৃষি, পোলট্রি, মৎস্য, গবাদিপশুসহ এ ধরনের সব শিল্পের স্থানীয় বাজারকে প্রভাবিত করার জন্য বিদেশী বিনিয়োগ কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা আমাদের নীতিনির্ধারকদের ভেবে দেখা উচিত। এ দেশের স্থানীয় উদ্যোক্তাদের নিরুৎসাহিত করে বিদেশী বিনিয়োগকারী দিয়ে এ শিল্পের বিকাশ কতটুকু স্থায়ী হবে, তা-ও ভেবে দেখা উচিত। এর ফলে সাধারণ মানুষের পকেট থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাবে বিদেশী কোম্পানির মুনাফা হিসেবে। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ওপরও এর প্রভাব পড়ছে বা পড়বে। আমাদের সবার মনে রাখা উচিত, লাখ লাখ মানুষের ঘাম-রক্তে গড়া আমাদের আজকের এই পোলট্রি শিল্প। শুধু হাতেগোনা কিছু বিদেশী ব্যবসায়ীর হাতে এ বিশাল বাজার ছেড়ে দিলে আমরা তাদের কাছে জিম্মি হয়ে যাবো। আমরা কখনোই এ বলয় থেকে বের হয়ে আসতে পারব না। অতএব, আমাদের সময় এসেছে এটি নিয়ে নতুন করে ভাবার।

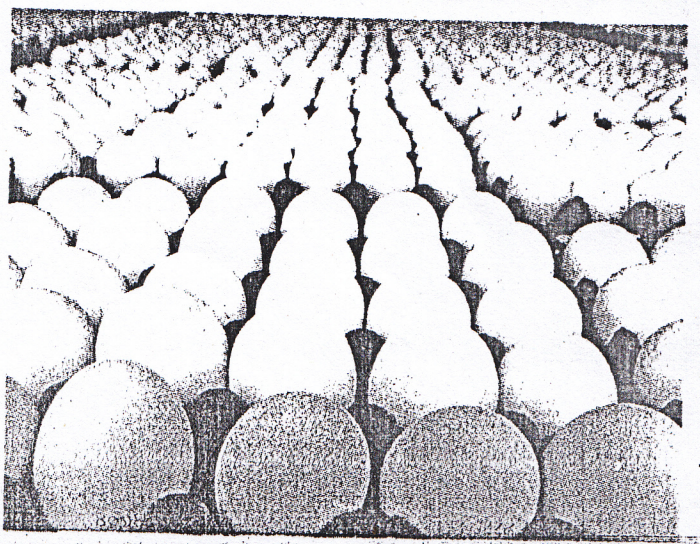

অনতিবিলম্বে সরকারকে প্রতিবেশী দেশ থেকে ডিম আমদানির অনুমতি প্রত্যাহার, এ শিল্পের কাঁচামালের ওপর আরোপিত ৫ শতাংশ উৎস কর এবং পোলট্রি খামারি ও খাদ্য প্রস্তুতকারী উভয়ের ওপর আরোপিত ৫ শতাংশ আয়কর প্রত্যাহার করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি। এ ছাড়া এ দেশে পোলট্রি শিল্পে বিদেশী বিনিয়োগের একটি সঠিক নীতিমালা প্রণয়নের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট শিল্পের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনেরও অনুরোধ করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শুধু সরকারি সঠিক দিকনির্দেশনা পেলেই আবারো প্রাণ ফিরে আসবে এ শিল্পে এবং আমাদের খামারিরা এ দেশের আমিষের চাহিদার শতভাগ পূরণ করতে সক্ষম হবেন ইনশাল্লাহ।

লেখক : চেয়ারম্যান ও এমডি, ইওন গ্রুপ
প্রেসিডেন্ট অ্যানিম্যাল হেলথ
অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ